International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 89-96
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.272

কবি বোদলেয়ারের সৃষ্টিতে সমাজ, সমুদ্র ও নারী

জয়দেব মাইতি

গবেষক, বাংলা বিভাগ, এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 05.04.2026; Accepted: 08.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Charles Baudelaire did not belong to a peaceful or harmonious age; rather, he lived in a time marked by darkness, decay, and deep social unrest. From within this troubled reality, he tried to rise above the corruption and confusion of society to search for the true essence of beauty and creation. Even in what seemed like a hellish world, Baudelaire sought out the hidden beauty of life. It is within this tension that the seeds of his poetry were formed. His famous work, reflects this strange mixture of darkness and beauty, capturing both the pain and richness of human existence. Baudelaire's poetry closely observes the contradictions of modern society. On one side, there is progress, urban life, and sophistication; on the other, there is poverty, suffering, loneliness, and death. He shows how human values are slowly breaking down, creating a deep sense of crisis and emptiness. Society, in his view, often feels lifeless and fragmented, almost like something decaying from within. Corruption, moral confusion, and a sense of spiritual darkness seem to dominate this world. In this setting, the sea becomes an important symbol in his poetry. It represents the unknown, the infinite, and the deep, mysterious side of human existence. The sea can both attract and consume – it reflects the endless movement of life itself. For Baudelaire, it is not just a natural element but a powerful image of life's journey, its depth, and its uncertainty. The figure of woman is equally complex in his work. Sometimes she appears as a source of love, beauty, inspiration, and imagination – almost dreamlike in her presence. At other times, she becomes dangerous, distant, and destructive. This dual nature makes the image of woman rich and symbolic, representing both desire and fear within the human mind. Through the symbols of the sea and woman, Baudelaire connects personal experience with the broader reality of society. His poetry brings together desire, suffering, beauty, and decay in a deeply expressive way. Ultimately, these images help him explore the meaning of life, the condition of society, and the inner struggles of human existence.

Key Words: Baudelaire, Society, Hell, Sea, Woman, Existential Crisis, Modernity.

বোদলেয়ার আধুনিক কাব্যের প্রথম প্রাণপুরুষ। মানুষের জীবন-দ্বীপ অন্বেষণের প্রথম কাহিনিকার। কবি সমাজের গায়ের ঘা থেকে গড়িয়ে পড়া পুঁজে খুঁজেছন সৃষ্টির সৌন্দর্য। সমাজের অস্থিরতা ও নরকে যাপন করেছেন কবি। পাপ ও পাঁকে ফুটিয়েছেন প্রসূন। বোদলেয়ার বিভৎসের কবি। আধুনিক কাব্য সৃষ্টির জন্মক্ষণে যিনি বিধাতার রূপ নিয়ে কবিতার কপালে এঁকে দিয়েছেন রাজটিকা। বোদলেয়ার ইউরোপীয় কবিতার এক আকস্মিক আলোড়ন। যিনি আধুনিক জীবনের গুপ্ত গুহা থেকে টেনে বের করেছিলেন আন্ধকার। বোদলেয়ারের 'Les Fleurs Du Mal'(1875) গ্রন্থের কবিতাগুলি আসলে সময় ও কালের জীবনবেদ। কবি নিজেই যেন আধুনিক কবিতার রাজপথ। ফরাসি সমালোচক- J.A Hiddleston কবি বোদলেয়ারের কবিতায় সমাজবোধ সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন-

"Baudelaire's poetry is rooted in the experience of modern urban
Society; it reflects both a fascination with and a moral revulsion
From the world of the modern city."[১]

কবির বিতৃষ্ণা ও আদর্শ' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে সমাজ জীবনের সেই ছবি বেশি করে চোখে পড়ে। কবির 'আলোকস্তম্ভ' কবিতায় জীবনের অন্ধকার, দীর্ণতা, শবদেহ, অরাজকতা, চোর, গুন্ডা, পান্ডুরোগী, নেশাখোর ও অভিশপ্ত জীবনের কান্না, অনুতাপ ও উন্মাদের অস্বাভাবিক চিৎকার চিত্রিত। কবির ভাষায়-

"মল্লের আরক্ত রোষ, কিন্নরের উল্লোল নয়ন,
চোর, গুন্ডা, পান্ডুরোগী, মদস্ফীত হৃদয় বিরাট-
এদেরই অন্তর ছেনে করেছেন সৌন্দর্য চয়ন
প্যুজে, সব কয়েদির মনঃক্ষুণ্ণ, বিধূর সম্রাট;"[২]

বোদলেয়ারের লেখা মূল ফরাসি কবিতাটি এরকম-

"Cole`res de boxeur, impudences de faune,
Toi qui sus ramasser la beaute`des goujats,
Grand Coeur gonfle` d'orgueil, home de`bile et jaune,
Puget, me`lancolique empereur des forcats;"[৩]

জেমস ম্যাকগোয়েন (James McGowan) কবিতাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করলেন এরকম-

"Rage of the boxing-ring, impudemne of a faun,
You who could call to beauty vassals in the camp,
Great heart puart puffed up with pride, feeble and jaundiced man;
Puget, sad and forlorn, the convicts' emperor;"[৪]

আধুনিক কাব্য সৃষ্টির আঁতুড়ঘর বোদলেয়ার হাতে। মধ্যরাতে বিকৃত যৌনতার কদাচিৎ অন্ধকার 'শত্রু' কবিতায়। জীবনের ক্ষয় ও ক্ষতের এক নিদারুণ রক্তের দাগ ফাটা বরের মতো জেগে উঠেছে কবিতায়।–

"আমার যৌবন ছিল শুধু এক আঁধার তুফান
তির্যক সূর্যেরা যাকে কদাচিৎ করেছে উজ্জ্বল;
বজ্র আর বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হ'য়ে, আমার বাগান
ফলিয়াছে কেবল এক টি-দুটি রক্তরঙা ফল।"[৫]

সমাজের চারিপাশে একটা চাপা উত্তেজনা ও বিষাদ। অবিশ্বাস ও আত্মক্ষয় সমাজের অস্থি মজ্জয়। 'বিতৃষ্ণা' (Spleen) শিরোনামে চারটি কবিতায় ধরা পড়েছে সেই ছবি- আকাশ নিচে নেমে আসছে, পৃথিবী কফিনের মতো, কারাগারের শিকের মতো বৃষ্টি। এক আত্মিক বিষণ্ণতা যাপন করে আছে কবিতায়। হাজার বছর ধরে জীর্ন হলুদ স্মৃতি নিয়ে অন্ধকার কবরের মধ্যে বেঁচে থাকার ছবি জীবন্ত। নর্দমার মতো সেই জীবন। বিবর্ণ সন্ধ্যার আঁধারে ডুবে আছে জীবনের চাঁদ।--

"- আমি এক আঁধার কবর খানা, চাঁদের অচেনা;
যেন মূর্ত মনস্তাপ, দীর্ঘকায় কৃমিরা সেথায়ূ
যে-মৃত আমার প্রিয়, তাকে নিত্য খুঁটে-খুঁটে খায়।"[৬]

কবির 'পাতকিনী' কবিতায় পাপিষ্ঠা পাতকীর ছবি। যারা সমুদ্রের মতো শরীরে কামনা মেখে গাভীর পালের মতো শুয়ে আছে সমুদ্রের বালুতটে। আলস্যের তিক্ত সুখের স্বাদে তারা বেঁচে আছে। 'এক শব' কবিতায় রয়েছে অস্থির আঁধার। গ্রীষ্মের গরমের পরিবেশে পাথরের উপর শুয়ে আছে গলিত শবদেহ। লজ্জাহীন

নগ্নশরীর, পচা-গলা বিভৎস শবের উপর আসর পেতেছে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছির দল। কবিতায় কবি একটি পচা মৃতদেহের ভিতর ঘৃণার বদলে বীভৎস ভীতিকর সৌন্দর্যের রূপ দেন। এখানে বিষাদ কেবল হতাশা নয়, এটি জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের শিল্পিত উপলব্ধি। কবির ভাষায়-

"ঝাঁকে-ঝাঁকে মাছি প'চে-ওঠা গলা জঠর ছেয়ে;
আর নামে, অবিরল,
ঘন, কলো স্রোতে সপ্রাণ, ছেঁড়া টুকরো বেয়ে
কৃমির সৈন্যদল।"[৭]

কবি বোদলেয়ারের মূল ফরাসি ভাষায় অনূদিত কবিতাটি এরকম-

"Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,
D'ou` sortaient de noirs bataillons
De larves, qui coulaient comme un e`pais liquide
Le long de ces vivants haillons."[৮]

'খুনের মদ' কবিতায় অন্ত্যজ সমাজ জীবনের ছবি জীবন্ত। অভাব ও আত্মিকক্ষয় জীবনকে ঠেলে দেয় মদের নেশায়। অন্তরে প্রেম সেখানে মৃত। মদের তৃষ্ণায় জীবন নেমে এসেছে নরকে। পাথর চাপা দিয়ে স্ত্রীকে মেরেছে নিজ হাতে পুরুষ। স্বাধীন সুখী বাদশা। বিষাদ, বিচ্ছেদ, প্রেমহীন প্রাণ মানুষের জীবনে বয়ে আনে ক্ষয় ও মৃত্যু। সমাজে পাশবিক অত্যাচারের এক নিদারুণ প্রতিচ্ছবি। কবি বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে কবিতার ভাব হল এরকম—

(i) "দিয়েছি চাপা সব পাথর ভারি
প্রথমে ফেলে তাকে কুয়োর তলে;
ফিরবে না সে আর, পচবে জলে।"[৯]
(ii) "বৌটা ম'রে গেছে, আমি স্বাধীন!
এবার যত খুশি গিলবো খাঁটি।"[১০]

জেমস ম্যাকগোয়েন (James McGowan) কবিতাটি ইংরেজি অনুবাদ করলেন এরকম-

(i) "I threw her in a well, and then
I even pitched some heavy stones
Out of the well-curb on her bones,
O, I'll forget her, if I can!"[১১]
(ii) "My wife is dead and I am free!
And I can guzzle all want."[১২]

পৃথিবীর বুকে কঠিনতর আতঙ্কের অসুখ। 'পিশাচী' কবিতায় জীবন জাহান্নামের গিরিখাতে দাঁড়িয়ে। মুক্তিহীন পাপকিনী ঘেরা নাগপাশ। শিকড় ছেঁড়া জীবন। প্রজন্ম বিকৃতির পথে। জীবন যেন বাঁধা আছে মদের বোতলে। পচা পশুর শবে বসা পোকার মতো নরকে বাঁধা জীবন। কবি বুদ্ধদেব বসুর অনূদিত ভাষায়-

"- বাঁধা আছি, বোতলটাতে পাঁড় মাতাল
পাশায় যেমন জুয়াড়ি দেয় মতি,
কিংবা যেন পশুর শবে পোকার পাল,
-নরকে, হোক নরকে তোর গতি!" [১৩]

কবির 'যাত্রী বেদেরা' কবিতায় রয়েছে আঁধার ভবিষ্যত। সেই পথেই উন্মুক্ত হয়ে আছে জীবন। জীবনের সবুজ দ্বীপে ফোটে মরুকাঁটা। পেটে হিংস্র পশুর মতো ক্ষুধা। সমাজের অন্ধকার ও অভাব জীবনের ছবি এনে কবিতায় দিয়েছেন আলো। 'শত্রু' কবিতায় যৌবনের তুফান আঁধারে কেটে যাওয়া বজ্র-বৃষ্টি বিধ্বস্ত জীবনের গাথা কাহিনী রচিত। জীবনের বাগানে ফলেছে কেবল রক্তরাঙা ফল। প্রজন্মের মাটিতে আসুখের বীজ। বাঁচার জমিতে খোঁড়া আছে কাটা কবর। কবিতার ভাষায়-

"-আক্ষেপ, আক্ষেপ শুধু! সময়ের খাদ্য এ-জীবন
যে-গুপ্ত শত্রুর দাঁতে আমাদের জীবনের ক্ষয়
বাড়ায় বিক্রম তার আমাদেরই রক্তের তর্পণ"[১৪]

কবিতাটি জেমস ম্যাকগোয়েন (James McGowan) ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করলেন এরকম-

"I cry! I cry! Life feeds the seasons' maw
And that dark Enemy who gnaws our hearts"[১৫]

ক্ষয় হতে সৌন্দর্য তুলে আনা কবির সাধনা। নরকে বেঁধেছেন জীবনের বাঁসা। নাগরিক ও অন্ত্যজ জীবনের কালোছায়া এঁকেছেন অমাবস্যার মাটিতে। কবির 'পাঠকের প্রতি' কবিতায় চিত্রিত হয়েছে আত্মক্ষয়ের অভিলাস। হৃদয় পূর্ণ রয়েছে কার্পণ্যের পাপ ও পাঁকে। ধীরে ধীরে ক্ষয় হচ্ছে দেহ। পচন ধরেছে মাথা ও মনে। বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদিত কবিতা এইরকম-

(i) "মগজে মত্ত পিশাচের দল বাঁধে,
যেন কোটি কৃমি, ফেনময়, পরিকীর্ণ;
নিশ্বাস নিই-ফুশফুশে অবতীর্ণ
অদৃশ্য নদী, মরণ, ফুপিয়ে কাঁদে।"[১৬]
(ii) "কিন্তু পাপের জঘন্য সংসারে
যত শার্দূল, শৃগাল, শকুন, সর্প,
বৃশ্চিক, কীট, মর্কট করে দর্প
নেচে, কুঁদে, ফুঁশে উৎকট চীৎকার,"[১৭]

কবিতাটির বোদলেয়ারের মূল ফরাসি অনুবাদ এরকম-

(i) " Serre`, fourmillant, comme un million d'helminthes,
Dans nos cerveaux ribote un people de De`mons,
Et, quand nous respirons, la Mort dans nos poumons
Descend, fleune invisible, avec de sourdes plaints."[১৮]
(ii) Mais parmi les chacals, les panthe`res, les lices,
Les monsters glapissants, hurlants, grognants, rampants,
Dans la me`nagerie infame de nos vices,"[১৯]

সমুদ্র প্রাণের প্রথম শিকড়। অস্তিত্বের আদি বীজ। 'সিন্ধু ও মানব' কবিতাটি আত্ম দর্শনের আত্মা। সিন্ধুই যেন জীবন দর্শনের বড়ো আধার। নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার এক আমিত্ব। অন্তরের স্তরগুলোকে যেন অনায়াসে চিনিয়ে যায় এই সমুদ্র। কবির ভাষায়-

"স্বাধীন মানব, র'বে চিরকাল সিন্ধুর প্রেমিক
তোমার দর্পন সিন্ধু; অন্তহীন আন্দোলনে তার
প্রতিবিম্ব দ্যাখো তুমি তরঙ্গিত আপন আত্মার

তার তিক্ত, তলহীন পাতালের তুমিও শরিক।"[২০]

কবিতাটি কবি কবির মূল ফরাসি অনুবাদ এরকম-

"Homme libre, toujours tu che`riras la merl
La me rest ton miroir; tu contemples ton ame
Dans le de`roulement infini de sa lame,
Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer."[২১]

'সিন্ধু ও মানব' কবিতাটি একটি জীবন বোধের কবিতা। সমুদ্র যেমন তার অন্তরের অসীম অতল স্পর্শ পেতে নিরন্তর খুঁজে চলে নিজেকে মানব ও ঠিক সেই ভাবে খুঁজে চলে নিজেকে। আসলে সৃষ্টির প্রথম আঁতুড় ঘর হল সমুদ্র । তাইতো মানব জীবনের দর্পন রূপে সমুদ্র বলে চলে জীবনের কথা। জীবনের অন্তরের স্তরগুলো সমুদ্রের হাতে আঁকা জলছবি আসলে সমুদ্র যেন মানবের আত্মার আত্মীয়। সমুদ্র যেন অস্তিত্বের সেই প্রথম আলো। আত্ম-অনুসন্ধানের আদি সত্য। সমুদ্রের জলেই সৃষ্টির প্রথম প্রাণের শিখা। তাই বুঝি মানবের এক অদৃশ্য প্রাণ শিকড় ছড়িয়ে আছে সমুদ্রের অন্তহীন অতল গভীরে। জীবনের এই সমুদ্রতটে হাজার স্বেদ ও শ্রম ঝরাতে হয় মানবকে। আর জীবনের অন্তিমে বিলিন হতে হয় এই সমুদ্রে। 'পাতকিনী' কবিতায় চিন্তালীন চক্ষুতে জীবন সমুদ্রে ডুবে থাকা এক নারীর ছবি অঙ্কিত।–

"গাভীর পালের মতো বালুতটে শুয়ে আছে তারা,
চিন্তালীন, চক্ষু চলে সমুদ্রের দিগন্তরেখাতে,
কম্পনের তিক্ত স্বাদ, আলস্যের সুখে মাতোয়ারা,
পা খোঁজে পায়েরে, আর ব্যগ্র হাত ঠেকে যায় হাতে।"[২২]

কবির 'আলবাট্রস' কবিতাটি জীবন সত্যের ও অস্তিত্ব অন্বেষণের এক অনন্য প্রতীকধর্মী সৃষ্টি। আলবাট্রস এক সমুদ্র পাখি। সমুদ্রের তিক্ত নোনা স্বাদ ঘেঁটে তার জীবন। কবিতায় সমুদ্র যেন মানবজীবনের সেই সহজ সত্য। সমুদ্র জীবনেরই নামান্তর। কবির ভাষায়-

"মাঝে-মাঝে, সকৌতুকে, নাবিকেরা তাকে ধ'রে ফ্যালে।–
বিশাল আলবাট্রস, সমুদ্রের বিহঙ্গপুবঙ্গ,
তিক্ত ফেনা পেরিয়ে যে চ'লে আসে মৃদুমন্দ তালে
জাহাজের সহযাত্রী, সঙ্গদাতা, পথের বন্ধব।"[২৩]

কবির 'পূর্বজন্ম' কবিতায় সমুদ্র নানা রূপে ধরা দিয়েছে। অন্তরের অলিন্দে রঙিন শিখার মতো জীবনের অন্তহীন জগতের কথা লুকানো এই সমুদ্রে। জীবনের সাথে এর যোগ যেন জন্মান্তর। যেন হাজার বছরের পথ চলা তার বুকে। কবির ভাষায়-

"সরল স্তম্ভের সারি অলিন্দের বিরাট
রঞ্জিত সিন্ধুর সূর্যে অন্তহীন রঙিন শিখায়
সন্ধ্যারাগে কঠিন গুহার মতো-দৃপ্ত, অতিকায়-
আমি সেই মায়ালোকে কাটিয়েছি হাজার বৎসর।"[২৪]

নারী নানা প্রতীকে, সংকেতে ও সত্ত্বায় মিশে আছে সমুদ্রের সাথে লীন হয়ে। সমুদ্রও মিশে আছে নারীতে; কামনা, পাপ, মোহ, পতন ও জীবনের জটিল স্তরগুলোকে চিনিয়ে দেওয়ার দ্বৈত ভূমিকায়। 'নারী' কবি বোদলেয়ারের কবিতার এক বিশেষ দিক। নারী কবির কলমে প্রেমিকা আবার সেই নারী দয়িতা কখনো কন্যা

আবার কখনো জননী। সেই নারী আবার কখনো যৌনতৃষ্ণা ও লালসা মেটানোর ভোগ্য বস্তুমাত্র। কবির 'অলংকার' কবিতায় কামনার এক জোয়ার সমুদ্রের মতো গোপন নম্রতায় ছুঁয়েছে শরীরে। কবির ভাষায়-

"নিলো সে আমার কামঃ তারপর, পালঙ্কবিতানে
এলিয়ে, ঈষৎ হেসে, তাকালো সে অলস নয়না।
সমুদ্রের মতো নম্র, অত লান্ত আমার কামনা
ছুঁলো তার তুঙ্গ চূড়া জোয়ারের প্রবল উত্থানে।"[২৫]

কবি 'স্বছ বসনে ঢেউ তুলে...' কবিতায় নারীকে তুলনা করেছেন শ্রীমতী রূপে। যার চলার মধ্যে রয়েছে নৃত্যের ছন্দ। আবার 'নর্তকী সাপিনী' কবিতায় নারীকে তুলনা করেছেন প্রেয়সী রূপে। সেই প্রেয়সীকে তিনি ভালোবাসেন। সাগরের মতো গভীর ও সুরভি তার চুল। বিলোল রূপসীর মতো তার চলার ছন্দ। তার তনুর মধুরতা তন্বী তরণীর মতো। গলুই ডুবিয়ে গ্লেসিয়ারের মতো তার তরঙ্গের বেগ। কবির ভাষায়-

"কী যে ভালোবাসি, প্রেয়সী, তোমার তনুবিতান!
-অলস অংগ-চালনে
মনোহর ত্বক রেশমের মতো কম্পমান
রশ্মির প্রতিফলনে!
সাগরের মতো গভীর, সুরভি তোমার চুলে,
যেখানে অনবরত "[২৬]

'বারান্দা' কবিতাটিতে রয়েছে নারীর নানা সত্তার পরিচয়। এক নারীর কখনো মাতা আবার সেই নারী দয়িতা, ঈশ্বরী প্রতিমা স্বরূপী। কবির কাছে সেই নারী কখনো প্রেয়সী, কখনো স্নেহশীলা জননী-মাতা।-

"প্রেয়সী, স্মৃতির মাতা, দয়িতার ঈশ্বরী প্রতিমা
হে তুমি সর্বস্ব সুখ, বাসনার সর্বস্ব আমার। "
মনে কি পড়ে না সেই সোহাগের স্নিগ্ধ মধুরিমা,
সন্ধ্যার উদার মায়া, অগ্নিকুন্ডে আতিথ্যবিস্তার,
হে তুমি, স্মৃতির মাতা, দয়িতার ইশ্বরীপ্রতিমা।"[২৭]

কবিতাটি জেমস ম্যাকগোয়েন(James McGowan) ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করলেন এরকম-

"Mother of memories, mistress of mistresses,
O thou of all my pleasures, all my debts of love!
Call to your mind the gentle touch of our caress,
The sweetness of the hearth, the charming sky above,
Mother of memories, mistress of mistresses!"[২৮]

'এক মাথা চুল 'কবিতাটিতে রয়েছে প্রেম ও প্রকৃতির এক মোহময় রূপ। কবি নারী অর্থাৎ প্রেমিকার কালো চুলের সাথে তুলানা করেছেন রাতের আঁধারে। প্রেমের নব গন্ধে কবি মাতাল হয়ে থাকেন–

"নীল চুল, যেন আঁধারের বিস্তীর্ন চাতাল
গগন গোলকে করে দাও তুমি আরো গভীর;
ছুঁয়ে-ছুঁয়ে এ কোঁকড়া কোমল পদ্মজলি
আমি, অস্থির, মিশ্র সুবাসে হই মাতাল
নারিকেল তেল, আলকাৎরা ও কস্তুরীর।"[২৯]

কবির 'প্রভাতী-প্রদোষ' কবিতাটিতে 'প্রভাতী' শব্দের অর্থ ঊষা বা ভোর। 'প্রদোষ' শব্দের অর্থ 'সন্ধ্যা'। অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যা। প্রভাতের সুরের আবেশে প্রানের ঢেউ জেগে ওঠে ব্যারাকের বিস্তীর্ন প্রাঙ্গণে। সকাল-সন্ধ্যার ন্যায় আমাদের জীবনের প্রতিটি পর্বে রয়েছে নানা আলো-ছায়া। লণ্ঠন যেমন অন্ধকার আর হাওয়া সরিয়ে আলো বাঁচিয়ে রাখে, জীবন ঠিক তেমনি ভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রত্যাহিক-জীবন যাপনের ছবি কবিতায় জীবন্ত। রয়েছে নারীর যৌননিদ্রার আবেশ।-

"সুখদা গনিকাগন লুপ্তবোধ নিদ্রায় বিহ্বল;
দুঃখিনীরা কাছে নামে; ঠান্ডা আর রোগা স্তনগুলি
ঝুলিয়ে ফুঁ দেয় কাঠে, উষ্ণ করে অবশ অঙ্গুলি।"[৩০]

পোষ্টমর্ডান ভাবনা ও সাহিত্য সৃষ্টির প্রবাদপুরুষ কবি বোদলেয়ার। টেকনিকের ব্যাপারে তাঁর কাব্যে বাঁক বদল ঘটেছে বারবার।নিজের অস্তিত্বের অতলে নেমে অসুখকে খুঁজেছেন। নিজের পাপ ও পঙ্কিলতাকে কাটাছেঁড়া করেছেন প্রতিদিন। সেখান থেকে এড়িয়ে যাননি।জটিলতায় জড়ানো যেন তাঁর কবি স্বভাব। আধুনিকবাদী সাহিত্যের নগর-নরকের দরজা তাঁর হাতেই খুলেছে। সমাজের বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে কবির কবিতায় সমুদ্র–নারী তাঁর কাব্যসৃষ্টির একদলা কাঁচা মাটিমাত্র। তবে এই মাটিতে লুকিয়ে তাঁর গোটা জীবনের রক্তগাঁথা। যা জীবনের অস্তিত্ব ও সত্ত্বা বহন করে।

তথ্যসূত্র:

১। Hiddleston, James A. 'Baudealiare and the Art of Memory', Oxford: Clarendon Press, First Published, 1999. Pg: 22

২। বসু, বুদ্ধদেব। 'শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারী ১৯৬১। পৃ: ৪০।

৩। Baudelaire, Charles. 'Les Fleurs du mal', paris: Poulet-Malassis et De Broise, First Published 1857. Pg: 11

৪। MacGowan, Jans. 'The Flowers of Evil' Oxford University Press, New York, First Published 1993. Pg: 20

৫। বসু, বুদ্ধদেব। 'শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারী ১৯৬১। পৃ: ৪৩।

৬। তদেব, পৃ: ৯৩।

৭। তদেব, পৃ: ৫৮।

৮। Baudelaire, Charles. 'Les Fleurs du mal', paris: Poulet-Malassis et De Broise, First Published 1857. Pg: 49

৯। বসু, বুদ্ধদেব। 'শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারী ১৯৬১। পৃ: ১২৪।

১০। তদেব, পৃ: ১২৪।

১১। MacGowan, Jans. 'The Flowers of Evil' Oxford University Press, New York, First Published 1993. Pg: 219

১২। তদেব, পৃ: ২১৯।

১৩। বসু, বুদ্ধদেব। 'শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারী ১৯৬১। পৃ: ৬১।

১৪। তদেব, পৃ: ৪৩।

১৫। MacGowan, Jans. 'The Flowers of Evil' Oxford University Press, New York, First Published 1993. Pg: 29

১৬। বসু, বুদ্ধদেব। 'শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারী ১৯৬১। পৃ: ৩৫।

১৭। তদেব, পৃঃ ৩৫।

১৮। MacGowan, Jans. 'The Flowers of Evil' Oxford University Press, New York, First Published 1993. Pg: 5

১৯। তদেব, পৃঃ ৬।

২০। বসু, বুদ্ধদেব। 'শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারী ১৯৬১। পৃ: ৪৬।

২১। MacGowan, Jans. 'The Flowers of Evil' Oxford University Press, New York, First Published 1993. Pg: 33

২২। বসু, বুদ্ধদেব। 'শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারী ১৯৬১। পৃ: ৪১।

২৩। তদেব, পৃ: ৩৯।

২৪। তদেব, পৃ: ৪৫।

২৫। তদেব, পৃ: ৫০।

২৬। তদেব, পৃ: ৫৬।

২৭। তদেব, পৃ: ৬৫।

২৮। MacGowan, Jans. 'The Flowers of Evil' Oxford University Press, New York, First Published 1993. Pg: 73

২৯। বসু, বুদ্ধদেব। 'শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারী ১৯৬১। পৃ: ৫৩।

৩০। তদেব, পৃ: ১১৮।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। বসু, বুদ্ধদেব। 'শার্ল বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারী ১৯৬১।

২। Baudelaire, Charles. 'Les Fleurs du mal', paris: Poulet-Malassis et De Broise, First Published 1857.

৩। Hiddleston, James A. 'Baudealiare and the Art of Memory', Oxford: Clarendon Press, First Published, 1999.

৪। ড. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরভি। 'শার্ল বোদলেয়ার: অনন্য দ্রষ্টা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ১৯৯২।

৫। MacGowan, Jans. 'The Flowers of Evil' Oxford University Press, New York, First Published 1993.

৬। Benjamin, Walter. 'Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism', Trans. Harry Zohn, Verso, First Published 1971.

৭। রায়চৌধুরী, মলয়। শার্ল বদল্যার: আধুনিকতাবাদী সাহিত্যভাবনার জনয়িতা', নবলোক প্রেস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৭।

৮। Martin, Walter. 'Charles Baudelaire Complete Poems', Carcanet Press Limited, Cross Street, Manchester, 2006.